কলেজ গ্রন্থাগার
বর্ষ—১, সংখ্যা—২, ডিসেম্বর—২০২৪, পৃ. ৩৬-৪৫

জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে একাডেমিক গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও পর্যালোচনা

ড. সৌমেন কয়াল
গ্রন্থাগারিক, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, কলকাতা-৭০০০৩
E-mail : skayal520@gmail.com

সারসংক্ষেপ

প্রবন্ধটিতে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ এবং গ্রন্থাগারের ভূমিকা নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে, নতুন নীতিতে তেমনভাবে গ্রন্থাগারের ভূমিকা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়নি। মানসম্মত ডিজিটাল সম্পদ সংগ্রহসহ গ্রন্থাগারগুলিকে অবশ্যই মানসম্মত শিক্ষার যোগ্য করে তুলতে হবে। নতুন নীতি-২০২০ অনুযায়ী মৌলিক শিক্ষা, প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, স্নাতক, স্নাতকোত্তর শিক্ষা পর্যায়,গবেষণা পর্যায় এবং আজীবন শিক্ষার পর্যায়সহ বেশ কয়েকটি শিক্ষাস্তর চালু করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং পঠন সংস্কৃতির প্রচারসহ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, গ্রন্থাগার পেশাদারদের নতুন উচ্চশিক্ষায় বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে এবং ভাবতে হবে কীভাবে ছাত্র-ছাত্রী, গবেষকদের এই নতুন নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাদানে উৎসাহিত করা যায়। এই প্রবন্ধে কীভাবে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নতুন নীতির জন্য গ্রন্থাগারগুলিতে তাদের ভূমিকা পরিবর্তন করছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই গবেষণাপত্রে কীভাবে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলকে অবশ্যই শিক্ষার্থী ও গবেষণা সহায়তার কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং পাশাপাশি একটি তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

মুখ্যশব্দ : *উচ্চশিক্ষা, একাডেমিক গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শিক্ষানীতি—২০২০, ভারত*

১) ভূমিকা

ভারতের শিক্ষা মন্ত্রকের (MHRD) অধীনে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ রূপায়ণ শুরু হয় এবং পরবর্তীতে ২০২০ সালের ২৮ জুলাই সেটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা দ্বারা অনুমোদিত হয়। নতুন নীতি ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে, যা ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির পরিবর্তে কার্যকর হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি—২০২০, একটি ব্যাপক সংস্কার এবং পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা, যা শিক্ষার প্রতিটি দিক, নিয়ন্ত্রক

© WBCLA

প্রক্রিয়া, এবং শাসন ব্যবস্থাকে ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মূল্যের ভিত্তিতে নতুনভাবে বিন্যস্ত করেছে। এই নীতির প্রধান লক্ষ্য হলো মানবিক শিক্ষা এবং আন্তঃবিষয়ক পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া (ইব্রাহিম এবং পাতাঙ্গে, ২০২২)।

শিক্ষাকে সর্বদা গ্রন্থাগার দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়, যা সম্পদ এবং জ্ঞান প্রদান করে। ২০২০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে উচ্চশিক্ষায় এই নীতির লক্ষ্যগুলি অর্জনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য হলো আন্তঃবিষয়ক এবং সামগ্রিক শিক্ষাদানের প্রচার করা, গবেষণা ও উদ্ভাবনে উতাহিত করা এবং সকলের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা। লাইব্রেরিগুলি, তাদের বিশাল সম্পদ এবং দক্ষতার সংগ্রহের সঙ্গে, এই লক্ষ্যগুলি অর্জনে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে পারে। (আসিফ ও সিং, ২০২০)।

গ্রন্থাগার শিক্ষায় সহায়তার জন্য সম্পদ সংগ্রহ ও প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার শুরু থেকেই গ্রন্থাগার একটি মৌলিক অংশ হিসাবে কাজ করে আসছে, যা কখনও তথ্য সংরক্ষণের স্থান হিসাবে এবং শিক্ষার সহায়ক উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে। ২০২০ সালে ভারতে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষায় নীতির উদ্দেশ্যগুলি অর্জনে গ্রন্থাগারগুলি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নতুন শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য হলো ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি ব্যাপক রূপান্তর ঘটানো, যা আন্তঃবিষয়ক পদ্ধতির প্রচার, গবেষণা ও উদ্ভাবনে উতাহিত করা এবং সকলের জন্য ন্যায়সঙ্গত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা। বিশাল সম্পদ ও দক্ষতাসহ গ্রন্থাগারগুলি এই লক্ষ্য অর্জনে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে পারে। (সুতার, ২০২৪)।

২) অধ্যয়নের উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণাপত্রে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি হল—

- জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া;
- সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নতুন নীতির জন্য গ্রন্থাগারগুলিতে কিভাবে তাদের ভূমিকা পরিবর্তন করছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা;
- শিক্ষা ও শিক্ষার পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করা;
- নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা তুলে ধরা;

৩) জাতীয় শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেকের ন্যায়সঙ্গত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা জাতীয় শিক্ষানীতির একটি মৌলিক নীতি, এবং এটি নিশ্চিত করতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গ্রন্থাগার ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাস করতে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা দূরবর্তী অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্যের ন্যায্য প্রবেশাধিকার প্রচারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

© WBCLA

বা কৌশল গ্রহণ করতে পারে। এই কৌশলগুলির মধ্যে কম্পিউটার ল্যাব, ইন্টারনেট সংযোগ এবং সহায়ক প্রযুক্তির মতো সম্পদ প্রদান অন্তর্ভুক্ত যা গ্রন্থাগারগুলিকে তাদের শিক্ষার্থী জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও, তারা শিক্ষার্থী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য প্রতিফলিত করে এমন সম্পদ অর্জনকে অগ্রাধিকার দিতে পারে, যা শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি প্রচার করে। আজকের বিশ্বে, বৈশ্বিক দূরত্ব কমে আসছে এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি দেশের অগ্রগতিকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে, শিক্ষার নীতিগুলির স্বচ্ছতা এবং ধারাবাহিক প্রয়োগ অপরিহার্য (পাণ্ডে প্রমুখ, ২০২১)।

প্রথমত, ২০২০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) ভারতে শিক্ষায় ডিজিটাল রূপান্তরের গুরুত্ব তুলে ধরেছে। গ্রন্থাগারগুলির উচিত ডিজিটাল যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের পরিবর্তনশীল চাহিদা পূরণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিকে গ্রহণ করা। নতুন শিক্ষানীতিতে ডিজিটাল সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সংমিশ্রণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে, গ্রন্থাগারগুলির উচিত তাদের কার্যক্রমগুলিকে নতুন নীতির লক্ষ্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং অনলাইন ডাটাবেস, ইলেকট্রনিক বই এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক উপকরণের মতো ডিজিটাল সম্পদগুলির প্রবেশাধিকার প্রদান করা। এই নীতি গ্রন্থাগারগুলিকে তাদের ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নত করতে, ডিজিটাল সাক্ষরতা কর্মসূচি তৈরি করতে এবং শিক্ষার অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার যাতে করা যায়, সেই ব্যাপারে একটি কাঠামো প্রদান করে।

দ্বিতীয়ত, এই নীতিতে গবেষণা এবং বহুবিধ পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যাতে গ্রন্থাগার একাডেমিক জার্নাল, গবেষণা প্রকাশনা এবং সাহিত্যকর্মের প্রবেশাধিকার প্রদান করে গবেষণাকে সহায়তা করতে পারে। নীতি গবেষণা-নির্ভর শিক্ষার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়, এবং গ্রন্থাগারগুলি তাদের সেবাকে এই লক্ষ্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে এই উদ্দেশ্যকে সমর্থন করতে পারে।

অবশেষে, এই নীতি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং তথ্যের ন্যায়সঙ্গত বিতরণের ওপর জোর দিয়েছে। গ্রন্থাগারগুলি সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করে মানসম্পন্ন শিক্ষামূলক উপকরণের প্রবেশাধিকার প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই নীতিতে ডিজিটাল বিভাজন কমানোর এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও দূরবর্তী অঞ্চলের জন্য তথ্যের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। গ্রন্থাগারগুলি কম্পিউটার ল্যাব, ইন্টারনেট অ্যাক্সেস এবং সহায়ক প্রযুক্তির মতো সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এটি মোকাবেলা করার জন্য কৌশল তৈরি করতে পারে। তারা শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত বৈচিত্র্য প্রতিফলিত করে এমন সম্পদগুলির সংকলনও করতে পারে, যা শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি প্রচার করে।

সুতরাং, উচ্চশিক্ষায় গ্রন্থাগারগুলি ডিজিটাল রূপান্তর, গবেষণা সহায়তা এবং তথ্যের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবেশাধিকারের জন্য অপরিহার্য। নীতির লক্ষ্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য, গ্রন্থাগারগুলির ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নত করতে, গবেষণা সহায়তা প্রদান করতে এবং সম্পদের ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত

© WBCLA

করতে হবে। এই পদ্ধতিগুলি গ্রহণের মাধ্যমে, গ্রন্থাগারগুলি উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে এবং শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বৃদ্ধি ও বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। নীতিতে বর্ণিত সংশোধনীগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধান, সৃজনশীলতা এবং ডিজিটাল সাক্ষরতার মতো আধুনিক দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যকে পোষণ করে (ইয়েনুগু, এস, ২০২২).

৪) উচ্চশিক্ষায় জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

২০২০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) উচ্চশিক্ষার কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়েছে, এবং এই লক্ষ্য অর্জনে একাডেমিক গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্নভাবে শিক্ষানীতির লক্ষ্যসমূহ পূরণে অবদান রাখতে পারে:

৪(১) পাঠাভ্যাসের বিকাশ

জাতীয় শিক্ষানীতি ভারতের সর্বত্র পাঠাভ্যাস প্রচারের লক্ষ্যে কাজ করছে। এই উদ্দেশ্যে, 'জাতীয় বই প্রচার নীতি' প্রণয়নের পরিকল্পনা রয়েছে, যদিও এর কাঠামো এবং বাস্তবায়ন এখনো পরিষ্কার নয়। জনসাধারণের গ্রন্থাগারগুলি (Public Library) পাঠাভ্যাস প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে নতুন শিক্ষানীতি জনসাধারণের গ্রন্থাগারগুলির একটি নেটওয়ার্ক গঠনের পাশাপাশি অতিরিক্ত ডিজিটাল গ্রন্থাগার স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। গ্রন্থাগার উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে, তবে স্কুল শিক্ষা কার্যক্রমেও এর অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে, বিশেষত বিদ্যালয়-পরবর্তী সময়ে। বইয়ের ক্লাবগুলি পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির জন্য (Book Club) অতিরিক্ত পাঠাভ্যাসের সুযোগ প্রদান করতে পারে এবং জনসাধারণের গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে সাধারণ মানুষকে সংযুক্ত করতে পারে। তারা পাঠক পরামর্শ পরিষেবা, পাঠ সুপারিশ, পাঠ প্রেসক্রিপশন, বা পাঠ পরামর্শদাতা পরিষেবাগুলির মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করতে পারে। এছাড়াও জাতীয় শিক্ষানীতি ভারতীয় ভাষা থেকে অনূদিত কাজের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এই সমস্ত ভালো বইগুলি জনসাধারণের গ্রন্থাগারের উদ্যোগেই উপলব্ধ হতে পারে।

তবে বর্তমান সময়ে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের অবস্থা দুর্বল। কৌর ও ওয়ালিয়া দিল্লির জনসাধারণের গ্রন্থাগারগুলির সংগ্রহ এবং পরিচালনা নিয়ে তাদের গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, গ্রন্থাগারগুলি জনসাধারণের কাছে তাদের পরিষেবা পৌঁছাতে সচেষ্ট নয়। ব্যবহারকারী, মানবসম্পদ, রেফারেন্স সামগ্রী এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির অবকাঠামোর অভাব রয়েছে। রাজ্য সরকারকে প্রতিটি রাজ্যে জনসাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থায়নপ্রাপ্ত সংস্থাগুলি পৃথক জনসাধারণের গ্রন্থাগার খুলে উচ্চশিক্ষার জন্য অতিরিক্ত পাঠাভ্যাসের সমর্থন দিতে পারে, যা পাঠকদের মধ্যে উৎসাহ গড়ে তুলতে এবং তাদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির উচিত দেশের সর্বত্র সকল ধরনের ব্যবহারকারীর জন্য মানসম্পন্ন ই-বইয়ের (E-Book) প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। তবে সঠিক অর্থায়ন, দক্ষ কর্মীদের নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভবিষ্যতে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রেক্ষাপটে কীভাবে এই বিষয়গুলি পরিচালিত হবে তা দেখার বিষয়।

© WBCLA

৪(২) গবেষণার সহায়ক কেন্দ্র হিসেবে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

জাতীয় শিক্ষানীতিতে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। এই শিক্ষানীতি শুধুমাত্র উল্লেখ করেছে যে গ্রন্থাগারগুলিতে যেন ব্যবহারকারীদের প্রত্যাশিত সকল প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেওয়ার পরিকাঠামো থাকা উচিত। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে গ্রন্থাগারগুলির প্রচুর সম্ভাবনা এবং সম্পদ রয়েছে, যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবেষণার কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে পারে। তৃণমূল উদ্ভাবক এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রায়ই উদ্ভাবনের কারিগর তৈরি করতে এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই পণ্য ও পরিষেবা ডিজাইন করতে পাবলিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগারের সহায়তার প্রয়োজন হয়। দেশের প্রতিটি জেলার কিছু পাবলিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগারকে গবেষণা সহায়ক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা উচিত যাতে তৃণমূল উদ্ভাবক, তরুণ উদ্যোক্তা এবং সৃজনশীল অর্থনীতিতে নিযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত গবেষণাকে সহজতর করা যায়। বিষয়টির মূল জ্ঞান থাকা, যে কোনও বিষয়ে গভীরভাবে যাওয়ার ইচ্ছা, এবং বিষয়টির সঙ্গে নতুন কিছু যোগ করার আকাঙ্ক্ষা হল একজন গবেষকের মৌলিক গুণাবলী। গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলি গুণগত সম্পদ সরবরাহ করে, বিশেষত ই-সম্পদ, রেফারেন্স ম্যানেজমেন্টে গাইডেন্স এবং তথ্য পুনরুদ্ধারের উপর মনোযোগ দিয়ে গবেষকদের আবেগকে ত্বরান্বিত করতে পারে। এই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ লাইব্রেরিয়ানশিপ অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে।

গবেষণা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। গবেষণা পদ্ধতি, পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ, ওপেন সোর্স প্রযুক্তি, গবেষণায় সহায়ক সরঞ্জাম, রেফারেন্স ম্যানেজমেন্ট এবং পুনরুদ্ধার কৌশলে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে আমাদের একটি আলাদা গবেষণা গ্রন্থাগারিক প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য হলো একটি জাতীয় গবেষণা ফাউন্ডেশন তৈরি করা, যার জন্য গবেষণা গ্রন্থাগারিক থাকার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা অর্থায়ন সংস্থার পাশাপাশি, জাতীয় গবেষণা ফাউন্ডেশন আলাদাভাবে অর্থায়ন করবে এবং দেশের গবেষণা কার্যক্রমের সমন্বয় করবে। গবেষণা গ্রন্থাগারিক নোডাল অফিসার হিসেবে জাতীয় গবেষণা ফাউন্ডেশনকে তার উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করতে পারে। সম্প্রতি, INFLIBNET একটি IRINS সিস্টেম তৈরি করেছে, যাতে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রম প্রদর্শন এবং সমন্বয় করা যায়। বর্তমানে অনেক গ্রন্থাগারিক নোডাল অফিসার হিসেবে, IRINS-কে আরও অর্থবহ করতে Vidwan প্রোফাইল আপডেট করার ক্ষেত্রে সুদৃঢ়ভাবে কাজ করছেন।

৪(৩) বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি বহু-বিষয়ক সংস্থা হিসেবে কাজ করতে সহায়তা করার জন্য লাইব্রেরির ভূমিকা

যদিও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা উচ্চতর ডিগ্রির গবেষণা করতে পারে না, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রমকে সমর্থন করছে। এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে 'গবেষণা-প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়' (Research-intense Universities) বলা হয়েছে, যারা প্রচুর গবেষণা করবে এবং নিয়মিত শিক্ষাদানের মাধ্যমে সমাজে জ্ঞান বিতরণ করবে। গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোর বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে যা

© WBCLA

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বহু-বিষয়ক সংস্থায় রূপান্তরিত করতে পারে। ২০৪০ সালের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সম্পন্ন হওয়ার আশা করা হচ্ছে। সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক বিভাগের ক্ষেত্রগুলোকে প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারা অনুসন্ধান করা উচিত যেমন, ঠিক তেমনি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রগুলোকে সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক বিভাগের মানুষেরাও যথাযথ মনোযোগ দেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকদের বহু-বিষয়ক চরিত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে। এটি তখনই সম্ভব যখন তারা বিষয়গত ডোমেইনের সীমানা অতিক্রম করতে পারবে। কেবলমাত্র সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা গ্রন্থাগারগুলোর একমাত্র দায়িত্ব হতে পারে না, যদিও এই কার্যক্রমগুলো ফলপ্রসূ করতে সময়, অর্থ এবং শক্তির প্রভূত প্রয়োজন। তাদেরকে মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক এবং চিন্তা উদ্রেককারী রেফারেন্স বইগুলোর সুসংগঠিত ভাণ্ডার হিসেবে গ্রন্থাগারকে কাজ করতে হবে। গ্রন্থাগারিককে 'শিক্ষকদের শিক্ষক' বলা হয়েছে, কারণ তিনি প্রতিটি বিষয়ের সমন্বয় সাধন করতে সহায়তা করে।

৪(৪) শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রন্থগারের ভূমিকা

জাতীয় শিক্ষানীতিতে সু-সজ্জিত গ্রন্থাগারগুলিকে সর্বোত্তম শিক্ষার পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই শিক্ষানীতি শিক্ষাব্যবস্থার চারটি উপাদান পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি, ক্রমাগত মূল্যায়ন, এবং ছাত্র সহায়তা-এর ওপরও গুরুত্বারোপ করেছে। মানসম্মত সম্পদ এবং সেগুলোর নিয়মিতভাবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো শক্তিশালী ছাত্র সহায়তা প্রদান করে। এখন গ্রন্থাগারগুলোকে 'গবেষণা সহায়তা কেন্দ্র' (Research Support Centres) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ছাত্র সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং সেগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের ব্যবস্থা করা মূল প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হবে। ই-রিসোর্স সংগ্রহ, সেগুলোতে সহজ ব্যবহার, রিমোট অ্যাক্সেস এবং সু-সজ্জিত পাঠকক্ষ গ্রন্থাগারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা ছাত্রদের সহায়তা প্রদানে সহায়ক হবে। শিক্ষাদান ও শেখার কার্যক্রমে অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে, যা মানসম্মত সম্পদ এবং সেগুলোর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রন্থাগার থেকে পাওয়া যেতে পারে। এ ধরনের কার্যক্রম ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব বিকাশে সহায়ক হবে। গ্রন্থাগারগুলোতে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যা উন্নত পাঠ্যক্রমের জন্য অনুপ্রাণিত করবে। শিক্ষক, ছাত্র, গবেষক এবং লেখকদের জন্য প্রয়োজনীয় নথি শ্রেণিকক্ষ এবং পরীক্ষাগারে প্রয়োজনের সময়ে সরবরাহ করতে হবে। ব্যবহারকারীদের অবশ্যই অনুভব করতে হবে যে গ্রন্থাগার এমন একটি স্থান, যেখানে তারা তাদের আগ্রহের বিষয় সম্পর্কে অতিরিক্ত উপকরণ খুঁজে পেতে পারে।

৪(৫) শিক্ষার্থীদের নৈতিক ভিত্তি গঠনে গ্রন্থগারের ভূমিকা

বর্তমানে, তথ্য সাক্ষরতা একটি জনপ্রিয় কর্মসূচি হয়ে উঠেছে, কারণ গ্রন্থাগারগুলো এটি সক্রিয়ভাবে বাস্তবায়ন করতে শুরু করেছে। তথ্য সাক্ষরতার পঞ্চম মানদণ্ড বলে যে 'তথ্য সাক্ষর একজন ছাত্র অর্থনৈতিক, আইনগত এবং সামাজিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতন এবং তথ্যের ব্যবহার সম্পর্কে নৈতিক ও আইনি

© WBCLA

দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং ব্যবহার করে', তা ছাত্রদের নৈতিক প্রান্তিকীকরণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার পেশাদারদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক (আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন, ২০০০)। গ্রন্থাগারগুলোকে ছাত্রদের তথ্য এবং তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন নৈতিক, আইনগত এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়গুলি বুঝতে সাহায্য করতে হবে। এই মানদণ্ডের গুরুত্ব ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে তাদের একটি কার্যকরী পদ্ধতি ডিজাইন করা উচিত। গ্রন্থাগারগুলোর উচিত পোর্টালে প্রতিষ্ঠানের প্ল্যাজিয়ারিজম নীতি (Pagiarism Policy) প্রদর্শন করা। যেখানে কোনও প্ল্যাজিয়ারিজম নীতি নেই, সেখানে তারা এমন একটি নীতি প্রণয়নে উদ্যোগী হতে পারে এবং প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করে সেটি বাস্তবায়ন করতে পারে। তাদের তথ্য নৈতিকতা সম্পর্কে চমৎকার জ্ঞান থাকা উচিত, যা তারা সমস্ত ধরনের স্টেকহোল্ডারদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। মানসম্পন্ন ই-রিসোর্সের সাবস্ক্রিপশন এবং ছাত্র, গবেষক এবং শিক্ষক সদস্যদের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন, যাতে তারা একাডেমিক শিষ্টাচার মেনে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। ব্যবহারকারীদেরকে রেফারেন্স ব্যবস্থাপনার বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যও শেখাতে হবে। 'একাডেমিক নৈতিকতা' এবং 'প্রকাশনা নৈতিকতা' এমন কিছু ক্ষেত্র যেখানে গ্রন্থাগার পেশাদারদের সাইলো মানসিকতা ভাঙতে হবে, যা একাডেমিক অসদাচরণের প্রচারের দিকে পরিচালিত করে এবং নৈতিক উদ্বেগকে সুশৃঙ্খল ও সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাধান করতে পারে। (গ্যালান্ট, ২০১৬)

৪(৬) আজীবন শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

প্রতিষ্ঠানগুলো শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করতে পারে। তবে যথাযথ শিক্ষা সম্পন্ন করার পর, যখন একজন ব্যক্তি নিজেকে অন্বেষণ করতে বা প্রথাগত সীমানার বাইরে বিকাশ করতে চান, তখন গ্রন্থাগারগুলোর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়। গ্রন্থাগার কখনও জাত, ধর্ম, বা লিঙ্গের ভিত্তিতে সদস্যপদ অস্বীকার করবে না, কিংবা এটি বিবেচনা করবে না যে কেউ নিয়মিত ছাত্র কিনা। গ্রন্থাগারগুলোর কাছে এমন অধ্যয়ন সামগ্রী রয়েছে যা একজন ব্যক্তিকে তার পড়াশোনায় অগ্রসর হতে সহায়তা করে। অপরদিকে, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং বয়সের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই, আজীবন শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলো খুবই প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে চলেছে। কাজ, অভিজ্ঞতা, আবেগ, এবং ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা আজীবন শেখার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে (লিডার, ২০১৬; লুন্ডমার্ক, ২০০২)।

৪(৭) জাতীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষক হিসেবে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

গ্রন্থাগার দীর্ঘদিন ধরে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে আসছে। ভারতের গৌরবময় ইতিহাস, সংস্কৃতি, প্রথাগত জ্ঞান, শিল্পকলা, ভাষা এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা গ্রন্থগারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এটি একটি 'দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধান'-এর কাজ হিসেবে বিবেচিত (কনওয়ে, ২০১০)। এই সংরক্ষণ মূলত নথিপত্রের আকারে হবে, যা বর্তমান সভ্যতাকে অতীতের সাথে সংযুক্ত করবে। বর্তমানে, গ্রন্থাগারগুলোকে সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি এবং ঐতিহ্যের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। খ্যাতিমান গ্রন্থাগার ইতিহাসবিদ্

© WBCLA

ওয়েন উইগান্ড মনে করেন, গ্রন্থাগার হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেটি সংস্কৃতি, সামাজিক সংস্কৃতি, মানবজাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সামাজিক পুঁজি নির্মাণ ও আন্তঃক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। IFLA গ্রন্থাগারগুলোকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষক হিসেবে বিবেচনা করে এবং সেগুলোকে সমাজের সঙ্গে অর্থবহভাবে সংযুক্ত করতে হবে, যা সমাজের জন্য মূল্য যোগ করবে। গ্রন্থাগারগুলোর ডিজিটাইজেশনের মূল্য বৃদ্ধি করা বিশেষত আঞ্চলিক স্তরে প্রয়োজন। গ্রন্থগারগুলিকে ডিজিটাইজেশন এর পথে এগোতে হবে, যাতে বই এবং ধারাবাহিকগুলোকে ডিজিটাল ফর্মে রূপান্তর করা যায়, ফলে উন্নত অনুসন্ধান এবং পুনরুদ্ধার সহজ হয়। কাগজের নথিপত্রের আকারে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ডিজিটাইজেশনের জন্য চারটি বিষয় এর ওপর গুরত্ব দিতে হবে ১. ডিজিটাইজেশনের জন্য নথিপত্রের নির্বাচন, ২. বিষয়বস্তুর সৃষ্টি, ৩. প্রযুক্তিগত অবকাঠামো এবং ৪. প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো। মাইকেল গোরম্যান সঠিকভাবেই বলেছেন যে, গ্রন্থাগারগুলোকে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করতে হবে দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক কাঠামো ও চুক্তি গঠন এর মাধ্যমে, যা জ্ঞানের অগ্রগতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য প্রাকৃতিকসহযোগী। এছাড়াও, গ্রন্থাগারগুলোতে এমন কর্মসূচি এবং পরিষেবা থাকা উচিত যা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রজন্মান্তরে পৌঁছে দিতে পারে।

৪(৮) শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি বৃত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ক্ষেত্রে গ্রন্থগারের ভূমিকা

উচ্চশিক্ষাই দেশের উন্নয়নের মেরুদণ্ড। এন.ই.পি.-র লক্ষ্যই হলো 'ভালো, চিন্তাশীল, সুসংগঠিত এবং সৃজনশীল ব্যক্তিদের' বিকাশ করা। এই নীতিতে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে গ্রন্থাগারিকরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য কিছু করতে পারেন। এন.ই.পি. জোর দিয়েছে যে জ্ঞানীয় ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৮৬ সালে বন্দুরা 'Social Foundation of Thought and Action: A Social Cognitive Theory' বইটি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সামাজিক আচরণে জ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা ব্যক্তিগত, আচরণগত এবং পরিবেশগত প্রভাবের চূড়ান্ত ফলাফল (ফ্রাঙ্ক,২০০২)। বাস্তবতা হলো, শিক্ষা ব্যবস্থায় অবশ্যই একটি জোরালো কর্মসূচি ও নিষ্ঠা থাকতে হবে, যাতে তা বাস্তবায়িত করে জ্ঞানীয় দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়। উচ্চশিক্ষায় গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন বিষয়ে অতিরিক্ত পাঠ প্রসারিত করে। এগুলি হলো শিক্ষার্থীদের জ্ঞানগত ক্ষমতা বৃদ্ধির অসাধারণ প্রচেষ্টা। যাইহোক, গ্রন্থাগারিকদের তাদের পরিষেবার মাধ্যমে অংশীদারদের জ্ঞানীয় ক্ষমতাকে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার অধিকারী হতে হবে। অতএব, অবশ্যই তাদের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হবে, যা চিন্তাভাবনা করে সমাধান করা দরকার। জ্ঞানীয় ক্ষমতা সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, প্রতিফলিত চিন্তাভাবনা এবং সংবেদনশীল বুদ্ধিমত্তার কেন্দ্রবিন্দু। এটি গ্রন্থাগার পেশাদারদের মূল নেতৃত্বের দক্ষতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া জ্ঞানীয় ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য একটি ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা হতে পারে।

© WBCLA

৫) উপসংহার

ভারতের উচ্চশিক্ষায় গ্রন্থাগারগুলিকে জাতীয় শিক্ষানীতিতে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়ন করা একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ, যার জন্য পরিকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাল রূপান্তর, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অংশীদারদের সম্পৃক্ততার মতো মূল ক্ষেত্রগুলির সমাধান করা প্রয়োজন। এই চ্যালেঞ্জগুলি পদ্ধতিগতভাবে সমাধান করে এবং উপযুক্ত পদ্ধতিগুলি বাস্তবায়িত করে গ্রন্থাগারগুলি ভারতীয় উচ্চশিক্ষার প্রেক্ষাপটের সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে এবং উচ্চশিক্ষা গ্রন্থাগারে এন.ই.পি-র সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে গ্রন্থাগার, প্রতিষ্ঠান এবং নীতি নির্ধারকদের মধ্যে সহযোগিতা অপরিহার্য। পরিশেষে, ভারতে উচ্চশিক্ষায় এন.ই.পি. বাস্তবায়নে গ্রন্থাগারগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তারা ডিজিটাল সাক্ষরতার প্রচার, গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে এবং শিক্ষায় ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে অবদান রাখতে পারে। তাদের উপলব্ধ সম্পদ, ক্ষেত্র-নির্দিষ্ট জ্ঞান এবং সহযোগিতামূলক পরিকাঠামোর কৌশলগত ব্যবহারের মাধ্যমে, গ্রন্থাগারগুলি সক্রিয়ভাবে এন.ই.পি.-তে বর্ণিত শিক্ষাগত উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়িত করতে সহায়তা করতে পারে, যার ফলে দেশের মধ্যে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক অগ্রগতিতে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে।

তথ্যসূত্র

Asif, M., & Singh, K. K. (2022). Libraries @ national education policy (NEP 2020) in India. *IP Indian Journal of Library Science and Information Technology, 7*(1), 18-21. Available at https://doi.org/10.18231/j.ijlsit.2022.004

Ashokkumar, T., Russel Raj, T., Rajadurai, A., Abishini, A. H., & Anchani, A. H. (2025). Analyzing the impact of the New Educational Policy 2020: A comprehensive review of India's educational reforms. *Evaluation and Program Planning, 108*, 102-515. Available at https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2024.102515

American Library Association (2000). ACRL STANDARDS: Information Literacy Competency Standards for Higher Education, *College & Research Libraries News, 61*(3), 207-215. Available at https://doi.org/10.5860/crln.61.3.207.

Conway P. (2010). Preservation in the Age of Google: Digitization, Digital Preservation, and Dilemmas, *The Library Quarterly: Information, Community, Policy, 80*(1)61-79. Available at https://www.jstor.org/stable/10.1086/648463

Frank, P.(2002) *Overview of Social Cognition Theory and of Self Efficacy*. Available at https://www.emory.edu/ education/mfp/eff.html (Accessed on 15 December, 2024).

© WBCLA

Gallant, T. B. (2016). The ethics pipeline to academic publishing. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society, 14*(1),24-28.

Available at https://doi.org/10.1108/JICES-11-2015-0040

Ibrahim, S. M., & Patange, H. S. (2022). An overview of new education policy 2020. *SUMEDHA Journal of Management, 11*(2).

Available at https://doi.org/10.46454/sumedha/11.2.2022.429

IFLA (2020). *Libraries, Culture and Heritage in 2020*

Available at https://blogs.ifla.org/lpa/2020/01/28/libraries-culture-andheritage- in-2020/ (Accessed on 10th December 2024)

Kaur, P. & Walia, P.K. (2015). Collection development and management within public libraries in Delhi: A study on government owned public libraries in the changing digital environment. *Library Management*, *36*(1/2) 99-114.

Available at https://doi.org/10.1108/LM-11-2013-0104

Leader, G. (2003). Lifelong learning: policy and practice in further education. *Education & Training*, *45* (7), 361-370.

Available at https://doi.org/10.1108/00400910310499938

Lundmark C (2002). Lifelong Learning, *Bioscience*, *52*(4), 325.

Available at https://www.deepdyve.com/lp/oxford-university-press/lifelong-learning-JTZM6Rg62t

National Education Policy 2020.

Available at https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf (Accessed on 10th Dec, 2024)

Sutar, D.B. (2024). Libraries and National Education Policy (NEP 2020) of India in higher education. *Library Hi Tech News, 41*(7) ,12-16.

Available at https://doi.org/10.1108/LHTN-05-2024-0085

Pandey, P. & Singh, A.K. (2021). Analysis of Indian New Education Policy for Higher Education System-Historical To Modern Approach. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12*(10), 3866-3871.

Yenugu, S. (2022). The New National Education Policy (NEP) of India: Will it be a paradigm shift in Indian higher education? *Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 26*(4), 121-129.

Available at https://doi.org/10.1080/13603108.2022.2078901

© WBCLA